নিঃসঙ্গতার কথা

কাল নিঃসঙ্গতার কথা হলো
কবির একাকীত্ব নিয়ে .....
কবিকে দেখে অন্যেরা যা খুশি ভাবুন
কবিতো একলাই সব দিয়ে থুয়ে।

কেউ বললেন কবি নন আলাদা কিছু
যে কোন পেশার অদীক্ষিত মানুষের মতো
লিখতে পারেন এই যা
তার অ-সঙ্গতা নিতান্তই ব্যক্তিগত

শিশির দাসের অভিমত আমার বিদ্ধে
যতই শানিত হলো আমি প্রাণিত বৃদ্ধে

আসলে বোঝাতে পারিনা তাঁদের
সব থেকেও কবি তো থাকেন আলাদা
নিজেরই মুদ্রাদোষে। থাকেন সূর্য'র মতো
সবাই কে পুড়িয়ে নিজে হিমানী জলদা।
তিনি বিদ্ধ হন আহতও হন
সাধারণ মানুষ কখনো সব ফেলে যান না
এক গাছা দড়ি হাতে, কারণ না জেনে কন না
লালাবাবু'র মতো 'বেলা যায়' বাপজান
কিন্তু তার কৌতূহল ছিল কিনা কবির মতোন
আমরা জানি না
বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো একাকী ভেতরের দিকে
লেখেন, চিরন্তন সত্য কিছু সেও কিন্তু বাণী না

এসব বোঝাতে পারিনা পশ্চিম বিহারে
সূর্য চলে গেছে বন্দী হয়ে হয়তো তিহারে।

ফিরেছি শান্ত মনে প্যাটেল নগর থেকে
রিং রোড ছুঁয়ে

তালকোটরার দিকে -
মীমাংসা হয়নি কিছু নিঃসঙ্গতা নিয়ে
শূন্যে নীল মেঘ গালিবের গজলের সুর
মানুষের কাছে থাকি তবু বুঝি আছি বহু দূর।

রাণা চট্টোপাধ্যায়

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com